ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫৬২
আগরতলা, ৬ মে, ২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

'শান্তিরবাজারে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পকেট কাটার প্রতিযোগিতা' শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শিক্ষা আধিকারিক এক স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানিয়েছেন সংবাদটির বিষয়ে জোলাইবাড়ি ও শান্তিরবাজার স্কুল ইন্সপেকটরগণ তদন্ত করছেন। তদন্ত অনুযায়ী যে তথ্য পাওয়া গেছে তা নিম্নরূপ- প্রথমত: বিদ্যালয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের কোন নির্দিষ্ট দোকান থেকে জিনিসপত্র (বই, ইউনিফর্ম, খাতা-কলম ইত্যাদি) কিনতে বাধ্য করছেনা, বরং কোন কোন বিদ্যালয় থেকে অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী এসব জিনিসপত্র সরবরাহ করা হচ্ছে। সংবাদে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী মন্ত্রীরা বেসরকারি বিদ্যালয় উদ্বোধন করে অভিভাবকদের সেই বিদ্যালয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানোর প্রলোভন দেখাচ্ছেন বলে যে দাবি করা হয়েছে তার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আটকে রাখা হয় না। কোন নির্দিষ্ট শিক্ষকের কাছ থেকে টিউশন না নিলে একই শ্রেণিতে আটকে রাখা হয় বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। শিক্ষকরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে টিউশন দেননা। সংবাদ অনুযায়ী বাইখোড়া এলাকায় এরকম লিখিত কোন অভিযোগ জমা পড়েনি। কিছু কিছু বিদ্যালয় স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম অনুযায়ী হলুদ রঙের বাসে তাদের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। তবে এটাও সত্য যে কোন কোন বিদ্যালয়ে কিছু বেসরকারি ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণের জন্য। কিন্তু এই বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের আওতার বাইরে।

*****